[Sanatan Dharma]

নিত্যানিত্য-বিবেক বিচার

তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সহজ নহে। প্রকৃত অধিকারী না হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। আহারগুদ্ধি, ত্রিবিধ সংঘাতগুদ্ধি,* দেশ-কাল ও সৎপাত্রাদির লাভ, সঙ্কল্প-ত্যাগ, ইন্দ্রিয়-সংযম, ব্রতচর্য্য এবং গুরুসেবা প্রভৃতিতে এই অধিকার লাভ হয়। সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিই জ্ঞানাধিকারী। নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামূত্রার্থফলভোগ-বিরাগ,* শম-দমাদি-ষট্ক-সম্পত্তি* এবং মুমুক্ষুত্ব এই চারটিই সাধন-চতুষ্টয় এতদ্বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন। এই সাধন-চতুষ্টয় সম্পত্তির অধিকার অর্জন করিলে তবেই ব্রহ্মবিদ্ গুরুর নিকটে তাঁহার যাওয়ার অধিকার জন্মাবে। নিত্যানিত্য-বিবেকই বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয়। "নিত্যং বস্ত্বেকং ব্রহ্ম, তদ্ব্যতিরিক্তং সর্ব্বমনিত্যম্, অয়মেব নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকঃ" অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্ম নিত্যবস্তু, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য সমস্তই ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য ; এই প্রকার যে নিশ্চয় জ্ঞান, তাহারই নাম নিত্যানিত্য-বিবেক।

বিবেক-সম্পন্ন মোক্ষার্থী প্রযত্নের সহিত নিত্যানিত্য বিচার দ্বারা প্রথমতঃ সেই বৈরাগ্যকেই সম্পাদিত করিবেন। এই বৈরাগ্যই বন্ধন ভেদ করিবার মহান্ উপায়। একমাত্র নিত্যানিত্য-বিবেক দ্বারা ব্রহ্মে অনুরাগ এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত যাবতীয়

Published on: Jun, 02 2023 13:13

পদার্থে বিরাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । কারণ নিত্যানিত্য-বিবেক দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মই একমাত্র অবিনাশী-
ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ আর সকল বস্তুই বিনাশী।
যথা:-
ব্ৰহ্মৈব নিত্যমন্যত্তু হ্যনিত্যমিতি বেদনম্।

দ্বৈত-বিষয়ে অবজ্ঞা দৃঢ়তর হইলে অদ্বৈত-জ্ঞান ক্রমশঃ বিশেষরূপে স্থিরীকৃত হয়। যে ব্যক্তির অদ্বৈত-জ্ঞান স্থিরতর হইয়াছে, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা হয়। শ্রীমদ্ভগবদগীতার মতে ইহাই ব্রাহ্মী
স্থিতি ; ইহা প্রাপ্ত হইলে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। এতন্নিষ্ঠ পুরুষ দেহান্তে নির্ব্বাণমযুক্তিরূপ ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া থাকেন । জীবন্মুক্ত পুরুষ নীরোগাবস্থায় উপবিষ্ট থাকিয়া অথবা রুগ্ণাবস্থায় ভূতলে বিলুণ্ঠিত বা মূর্ছিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেও তাঁহার ভ্রান্তি
কোন ক্রমেই উপস্থিত হয় না। যেমন প্রাত্যহিক স্বপ্ন বা সুসুপ্তিকালে অধীত বিদ্যা বিস্মৃত হইলেও জাগ্রত কালে তাহা আর বিস্মৃত থাকে না, তদ্রুপ প্রাণান্তকালে তত্ত্বজ্ঞানীর অদ্বৈত-জ্ঞানের
বিস্মৃতি হয় না। বেদান্তসিদ্ধ অদ্বৈত-জ্ঞানের মৃত্যুকালেও বিপর্যয় হয় না, সুতরাং নিত্যানিত্য-বিবেক ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তির হেতু, ইহা সিদ্ধ হইল । অতএব উপযুক্ত অধিকারী ব্রহ্মবিদ গুরুর নিকটে সমিৎপানী হওয়ার পরে তিনি আশ্রয় দেবেন এবং এই পথগুলি তিনিই পরপর চিনিয়ে দেবেন।
নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর বিচার হইতে প্রসূত তীব্র বৈরাগ্যকেই সাধুগণ মুক্তির মূল কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া
থাকেন।